R. N. No. 2532/57 Ph. : 66228 (P.), 67228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. Tech./WB/RNP 214/2001

আলমারী, চেয়ার এবং
যাবতীয় ষ্টীল সরঞ্জাম বিক্রেতা

বি কে

ষ্টীল ফার্ণিচার

অনুমোদিত বিক্রেতা ষ্টিলকো

রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ( দাদাঠাকুর )

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
( মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত )
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৮শ বর্ষ
৪২শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ২১শে ফাল্গুন, বুধবার, ১৪০৮ সাল।
৬ই মার্চ, ২০০২ সাল।

নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

## ৭০ শতাংশ কেন্দ্রই পরীক্ষা চালানোর অযোগ্য, পরীক্ষার্থীদের সহায়তা করছে শিক্ষক ও অভিভাবকরা

বিশেষ প্রতিবেদক : জঙ্গিপুর মহকুমার ৭০ শতাংশ মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রকে পরীক্ষা চালানোর অযোগ্য বলে ঘোষণা করলেন মহকুমা শাসক। পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে শুধু অভিভাবকরাই নয়, স্কুলের শিক্ষকরাও পরীক্ষার্থীদের অসদুপায় অবলম্বনে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করছেন বলে নজীরবিহীন অভিযোগ আনলেন মহকুমার প্রধান নিয়ামক মহকুমা শাসক সি ডি লামা। আমাদের প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাতকারে এস ডি ও অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'আমি পরীক্ষার প্রত্যেক দিন মহকুমার প্রায় পরীক্ষা কেন্দ্রই ঘুরে দেখছি। এ ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা তিক্ত। বহু কেন্দ্রের ঘরের ভিতর থেকে পরীক্ষা চলাকালীন আমাকে পরীক্ষার্থীদের বই খাতাপত্র বাইরে বার করতে হয়েছে। অনেক পরীক্ষা কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীদের নকল করার সময় হাতেনাতে ধরেছি।' পরীক্ষা চলাকালীন নির্দিষ্টভাবে কোন পরীক্ষা কেন্দ্রের নাম প্রকাশ করে উত্তেজনার সৃষ্টি করতে চাননি তিনি। মহকুমা শাসক সবচেয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেন বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের অসদুপায় অবলম্বনে শিক্ষক ও অভিভাবকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ দেখে। তিনি বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন, এ ধরণের নিম্ন রুচির কালচার আমাকে অবাক করেছে। তিনি কিছু শিক্ষককে শোকজও ( শেষ পৃষ্ঠায় )

## জঙ্গিপুর ট্রেজারীতে কর্মসংস্কৃতি ফিরিয়ে আনতে মুখ্য সচিবের চাপ

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর ট্রেজারী অফিসের কাজে ঢিলেমী, নিয়মবহির্ভূতভাবে বিভিন্ন চেক ও বিল আটকে রাখা, সাধারণ মানুষকে অযথা হয়রান করা ইত্যাদির বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সচিবের কাছে সম্প্রতি এক লিখিত নালিশ জানিয়েছিলেন রঘুনাথগঞ্জ-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জহরলাল সরকার। ট্রেজারীর এই অব্যবস্থা ও হয়রানির খবর জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ঐ পত্রিকার কপিও মুখ্য সচিবের কাছে পাঠানো হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যসচিব জেলা শাসককে ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেন। জেলা শাসক জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসককে সপ্তাহে ২/৩ দিন ট্রেজারীর কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করে মুখ্য সচিবের কাছে রিপোর্ট পাঠাতে নাকি নির্দেশ দিয়েছেন। মহকুমা শাসকের তৎপরতায় নাকি এখন ২/৩ দিনের মধ্যেই চেক ও বিল ট্রেজারী থেকে ছেড়ে দেয়া শুরু হয়েছে। ঐ দপ্তরের কর্মসংস্কৃতি ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজনে অসাধু ও ফাঁকিবাজ কর্মীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক বা বদলির নির্দেশও দেয়া হতে পারে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়।

## অনুপনগর হাসপাতালের বেহাল অবস্থা

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ানের গরীব মানুষের চিকিৎসার জন্য তিনজন ডাক্তার, কিছু নার্স ও অন্যান্য কর্মী নিয়ে আছে অনুপনগর হাসপাতাল। অভাব শুধু চিকিৎসকের চিকিৎসা করার মানসিকতার। ডাক্তারবাবুরা আউটডোরে অযথা সময় নষ্ট না করে নিজ নিজ কোয়ার্টারে ছোটখাটো নার্সিং হোম নিয়ে ব্যস্ত। সামান্য প্রসব করানোর জন্যও রুগী পাঠিয়ে দিচ্ছেন জঙ্গীপুর অথবা মালদা হাসপাতালে। এসব প্রয়োজনে নিজেদের গাড়ীকেও ভাড়া খাটাচ্ছেন কিছু ডাক্তারবাবু। তারা স্থানীয় নেতা ও মস্তানদের তোষণ করে ধুলিয়ানের গরীব বিড়ি ( শেষ পৃষ্ঠায় )

## বিভিন্ন দাবীতে সিপিএমের পদযাত্রা

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২ মার্চ রঘুনাথগঞ্জ বাগানবাড়ী থেকে সুতী ১ ব্লকের বহুতালী পর্যন্ত বিভিন্ন দাবীতে সিপিএমের ডাকে এক পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। পদযাত্রীদের প্রধান দাবীগুলির মধ্যে ছিল কানুপুর বহুতালী রাস্তার কাজ সময়ে শেষ করা ; বাঁশলৈ নদীর উপর বাঁধ নির্মাণ এবং জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা ; এলাকার বিলের জমা জল, বালি, পলি পরিষ্কার করা ; খাল-নালার সংস্কার এবং ফরাক্কা থেকে হাওড়া ( ভায়া জঙ্গিপুর ) পর্যন্ত একটি সুপার ফাস্ট ট্রেন চালু করা।

বিশেষ আকর্ষণ—৪০০ থেকে ৭০০ টাকায় মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী

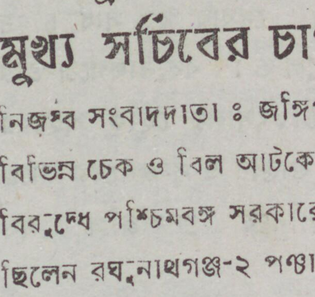

মির্জাপুরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান নিরঞ্জয় বাঘিড়া এণ্ড সন

( নিরঞ্জয় বাঘিড়া প্রথম ঘর ) (প্রোঃ নিরঞ্জয় বাঘিড়া

সব রকমের সিল্ক শাড়ী, কাঁথাষ্টিচ, তসর ও কোড়া থান, কোরিয়াল, জামদানী, জোড় এবং ব্যাঙ্গালোরের মোহিনী বর্ডার শাড়ী পাইকারী দরেই খুচরো বিক্রী করা হয়। এছাড়া ১৭৫ থেকে ২০০ টাকার মধ্যে নানা ডিজাইনের চুড়িদার পাওয়া যাচ্ছে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

মির্জাপুর, পোঃ গনকর ( মুর্শিদাবাদ ) ফোন : এসটিডি ০৩৪৮৩ / ৬২১২৯

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

২১শে ফাল্গুন বুধবার, ১৪০৮ সাল।

## ॥ রেল বাজেট ॥

রেল বাজেট প্রকাশিত হইয়াছে। গত ২৬ ফেব্রুয়ারী রেলমন্ত্রী নীতীশকুমার লোকসভায় ২০০২-২০০৩ অর্থবৎসরের যে রেল বাজেট পেশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীভাড়া বাড়িয়াছে এবং অনেক ক্ষেত্রে পণ্য মাসুল বৃদ্ধির কথাও ঘোষণা করা হইয়াছে। একদিকে চাল, গম, ভুট্টা প্রভৃতি খাদ্যশস্য এবং অন্যদিকে ডাল, কয়লা, ইউরিয়া, কিছু ভোজ্য তেল ও রান্নার গ্যাস এবং আরও কোন কোন মাল মাসুল ১ হইতে ১২ শতাংশ বাড়িতেছে। অবশ্য বৃদ্ধির কথা না বলিয়া রেলমন্ত্রী ভাড়ার 'যুক্তিবিন্যাস' এবং 'আনুপাতিক-সূচক' কথাগুলি ব্যবহার করিয়াছেন। প্যাসেঞ্জার ট্রেনে ন্যূনতম ক্ষেত্রে যাত্রীভাড়া এক টাকা বাড়ান হইয়াছে।

আগামী আর্থিক বৎসরের রেল বাজেটে যদিও নূতন কোনও প্রকল্পের কথা ঘোষিত হয় নাই, তবু কিছু নূতন ট্রেনের কথা রেলমন্ত্রী বলিয়াছেন। এই ব্যাপারে 'জনশতাব্দী এক্সপ্রেস' আকর্ষণীয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর চেয়ারকার ইহাতে থাকিবে। ১৬টি এইরূপ 'জনশতাব্দী এক্সপ্রেস' হইবে। পশ্চিমবঙ্গের ভাগে ভুবনেশ্বর-হাওড়া ও সুপারফাস্ট ট্রেন দুইটি এই 'জনশতাব্দী এক্সপ্রেস' পর্যায়ের। রেলমন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছেন যে, বিভিন্ন ষ্টেশনে রেলদপ্তর বিশুদ্ধ পানীয় জল যাহার নাম 'রেলনীর', —এর ব্যবস্থা বাজেটে রাখা হইয়াছে। রাজধানী এক্সপ্রেস ও শতাব্দী এক্সপ্রেসে পাঁচ বৎসরের কম বয়স্ক শিশুরা বিনামূল্যে যাবার সুযোগ যাহাতে পায়, তাহার ব্যবস্থা রাখা হইবে। রেল কামরায় নিরাপত্তার উন্নতি ঘটান হইবে বলিয়া জানা যায়।

আগামী আর্থিক বৎসরের রেল বাজেট প্রাক্তন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নাকি সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। তিনি দুই বৎসরের রেল বাজেটে দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীভাড়া বৃদ্ধির কোন প্রস্তাব তাঁহার জমানায় করেন নাই। অথচ আগামী আর্থিক বৎসরে দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীভাড়া বাড়িবে বলিয়া তিনি ক্ষুব্ধ। তিনি সাধারণ মানুষ আর্থিক চাপের মধ্যে পড়িবেন, এই মত পোষণ করেন। তবে পণ্যমাশুল বৃদ্ধির জন্য জিনিসের দাম বাড়িবে। এই রেল বাজেটে কাহারা সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন, সে আলোচনা নিরর্থক।

## জনদরদী ডাক্তারের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

মুক্তা ঘোষাল

এই মহকুমার জনদরদী, সদাহাস্যময় নিরহংকারী সবার প্রিয় "ধনাইকাকা" সুচিকিৎসক হিসাবে পরিচিত থাকলেও ভালোমানুষ হিসাবে তাঁর পরিচিতি ছিল অনেক। তাঁর অকস্মাৎ বিয়োগে এতদঞ্চলের বহু মানুষ আমার মতই শোকাহত হয়ে পড়েন। যে কোনো অসুস্থ বা সুস্থ মানুষ তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তারাই তাঁর চরিত্রের মহানুভবতার পরিচয় পেয়েছেন। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে 'মানুষ মরিছে প্রতিদিন।' ধনাইকাকাও প্রকৃতির নিষ্ঠুর নিয়মের বাইরে নয়। কিন্তু সবচেয়ে যেটা লক্ষণীয় তাঁর চরিত্রে ছিল—সেটা তাঁর উদারতা ও কার্পণ্যহীন অকৃত্রিম ভালবাসা। "যাঞ্চাকারীকে ফিরিওনা। আর্থিক দিক থেকে না হলেও সান্ত্বনাটুকু অন্ততঃ দিও"। মহাপুরুষদের এই বাণীকেই চরিত্রগত করতে আজীবন তিনি তাঁর কর্মের মধ্যেও রূপ দিতে প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। প্রতিদিনের কর্মব্যস্ততা ও তাঁর জীবনে চলার পথের নিয়মনীতি তাঁকে আমাদের কাছে প্রণম্য করে রেখে গেল। মহকুমার মানুষ, বিশেষ করে রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরবাসী একজন সম্পূর্ণ মানুষকে হারালেন। কোনো আর্ত, দরিদ্র মানুষই তাঁর কাছে বিপদে পড়ে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসেনি। সে কি রুগী হিসাবে, কি যে কোনো ধরণের সমস্যায়। আজকের জটিল সমাজব্যবস্থায় যেখানে আত্মকেন্দ্রিকতার ঘেরাটোপে আমরা প্রায় মানুষেরাই অক্টোপাশের জালে বন্দী, সেই অভিশপ্ত, ঘৃণ্য স্বার্থপরতার কঠিন বৃত্তাকার থেকে বেড়িয়ে এসে নিজেকে সকলের মাঝে নিঃস্বার্থভাবে বিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন বলেই তাঁকে আজকের মানুষ গভীর শ্রদ্ধা জানাতে কুণ্ঠাবোধ করছে না। এই দুর্লভ চরিত্রই তাঁকে স্মরণীয় করেছে। তাই তাঁর বিয়োগ ব্যথায় আমার এই বিনীত শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন না করে পারলাম না। তাঁর বিদেহী আত্মার সদগতি কামনা করি, আর শোকসন্তপ্ত পরিবারকে পরমদয়াল যেন সহ্যশক্তি প্রদান করেন সাথে সাথে এও প্রার্থনা রাখি।

চিত্ত মুখার্জী

সকলের অবারিতদ্বার—দিন নাই, সময় নাই, জুতো পায়ে বা খালি পায়ে নিকট আত্মীয়র কাছে যাবার সময় যেমন একটা আলাদা দাবী থাকে—সেই মধুর সম্পর্ক নিয়ে আমরা যেতাম যে সদাহাস্যময়, নিরহংকার সজ্জন ব্যক্তিটির কাছে নিজ চিকিৎসার জন্যে, সেই মানুষটি, সেই ধনাইদা ষষ্ঠীর দিন মা ষষ্ঠীর কোলে ফিরে গিয়েছেন। হার্টের অসুখের জন্য সাবধান ছিলেন। তবু লোকের অবিরাম আনাগোনা তাঁকে ক্লান্ত করতো। অবসর সময়ে বা হালকা ভীড় থাকলেও শ্যামাসঙ্গীতে কান রেখে ডাক্তারী করতেন। বৌদি মারা যাবার পর থেকে একটু যেন কেমন হয়ে গেছিলেন। মুখে প্রকাশ ছিলো না কিন্তু একটা উদাসীন ভাব যেন সব সময়ে মহাতীর্থে যাবার জন্যই প্রস্তুত হয়ে থাকার মত গোছগাছ করে চলেছেন। ডাক এসেছে যেতে হবে। মেয়েরা তো বলে 'যেতে নাহি দিব।' আদর যত্নে, বিধি নিষিধের ভালোবাসায় বাবাকে ওরা ঘিরে রাখলেও ধরে রাখতে পারলো না। কেউ পারে না। যাবার দিন একটা লৌকিক কারণের মধ্যে মানুষ সান্ত্বনা খোঁজে—খেলাঘর মাঝে মধ্যে ভেঙ্গে গেলে এ ব্যাথা সহ্য করতে হয়। কত মানুষ কত উপকার পেয়েছেন। বলা-মাত্র চাহিদা মতো সার্টিফিকেট দিয়ে দেওয়ায় কতজনের কত স্কাট পার হয়েছে। এরকম আর কেউ রইলো না। নিজ জনবিনা প্রশ্নে বর দেবার মত সাধু চরিত্র আজকের দিনে দুর্লভ। রঘুনাথগঞ্জে তাঁর স্মৃতিতে কোন চিকিৎসালয় হোক শহরের নেতা, বড় বড় ডাক্তার ও সজ্জনদের কাছে এই আবেদন জানিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি শেষ করলাম।

## টেলিকম কর্মচারী সাসপেণ্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার রঘুনাথগঞ্জ অধীনে বালিয়া এক্সচেঞ্জর কর্মচারী বিনোদ ঘোষ বহু অসৎ কাজে লিপ্ত থাকার অভিযোগে মহকুমা ও জেলা অফিসের উর্ধ্বতন কর্তা সাসপেন্ড করেছেন। টেলিফোন গ্রাহকদের অভিযোগ ছিল কোন ব্যক্তি দূরে টেলিফোন করতে এলে তা অন্য টেলিফোনে সংযোগ করে দিত। তার টেলিফোনে পালস উঠত। টেলিফোন গাইড বই বিক্রয় করে টাকা আদায় করত। স্থানীয় এক বুথ গ্রাহক এই অভিযোগ করলে তারা দেখে হাতেনাতে ধরে ফেলেন।

## আবৃত্তি সংস্থার সমন্বয়ে ভাষা দিবস উদ্‌যাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বাংলাদেশের রক্তাক্ত ভাষা আন্দোলন ৫০ বর্ষে পদার্পণ করলো। এই উপলক্ষে গত ২১ ফেব্রুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটের দাদাঠাকুর মঞ্চে স্থানীয় তিনটি আবৃত্তি সংস্থা—প্রতিশ্রুতি, আনন্দধারা ও শ্রুতিছন্দ একসাথে ভাষা দিবস উদ্‌যাপন করে। তাদের আবৃত্তি কণ্ঠ দিয়ে ফুটে উঠেছিল বাংলা ভাষার প্রতি মরমী সুর। মুর্শিদাবাদ জেলায় "আবৃত্তি আঙিনা'র সম্মিলিত প্রয়াসে জেলার প্রত্যেকটি মহকুমায় আবৃত্তি সংস্থাগুলি ঐদিন ২১শে ফেব্রুয়ারীর ঐতিহাসিক বার্তা দিকে দিকে পৌঁছে দেয়। রঘুনাথগঞ্জে বহরমপুরের অমৃতকুম্ভের সদস্যরাও এদিন 'একুশে'র কবিতা পাঠ করেন। বহরমপুর কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ মৃণাল চক্রবর্ত্তী অনুষ্ঠানে ২১ ফেব্রুয়ারীর মূল্যায়ণ করেন তাঁর সুললিত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে। এখানে আবৃত্তি গোষ্ঠীদের এমনতর উদ্যোগ শহরবাসীকে আনন্দ দিয়েছে বিশেষতঃ এ ছাড়া স্মরণ দত্তের সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা শ্রোতৃবৃন্দকে ভিন্ন স্বাদ পাইয়ে দেয়।

## বাংলা স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্পে যুবকল্যাণ বিভাগের সহায়তা নিন নিজের পায়ে দাঁড়ান

* আপনি কি পুর এলাকার বাসিন্দা ? বয়স কি ১৮ থেকে ৪০-এর মধ্যে ? পারিবারিক মাসিক আয় কি ১৫,০০০ টাকার মধ্যে ? কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের কার্ড আছে কি ?
* আপনি কি জানেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের মাধ্যমে বেকারদের স্বনিযুক্তি প্রকল্পে সহায়তার ব্যবস্থা রয়েছে ?
* বেকার বসে না থেকে ছোট শিল্প বা ব্যবসায় যুক্ত হয়ে নিজেকে স্বনির্ভর করার উদ্যোগ নিন। সদিচ্ছা, আত্মবিশ্বাস, অভিজ্ঞতা, ধৈর্য্য ও সততা থাকলে আপনি নিশ্চয়ই সফল হবেন।
* 'আত্মমর্যাদা' প্রকল্পে এককভাবে কিংবা 'আত্মসম্মান' প্রকল্পে যৌথভাবে (অনুর্ধ্ব ৫ জন) ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রকল্প ব্যয়ে কৃষি বাদে যে কোন শিল্প বা ব্যবসায় অংশ নেওয়া যাবে।
* মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৭০% চলতি সুদের হারে ঋণ দেবে ব্যাঙ্ক। ১০% অর্থ নিজেদের বিনিয়োগ করতে হবে। ২০% অর্থ রাজ্য সরকার দেবে অনুদান হিসাবে।
* উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে ব্যাঙ্ক ঋণ পরিমাণের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত এবং কেনা-বেচা ও পরিষেবামূলক ব্যবসায় প্রত্যেক ব্যক্তি পিছু ব্যাঙ্ক ঋণ পরিমাণের ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হিসাবে কোন সমান্তরাল জামিন লাগবে না।
* বর্তমানে কোন শিল্প বা ব্যবসায় যুক্ত থেকেও পুঁজির অভাবে ন্যূনতম উপার্জন না হলে এই প্রকল্পের সহায়তা নেওয়া যাবে।
* ইতিপূর্বে সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত কোন স্বনিযুক্তি প্রকল্পে ঋণ পেয়ে থাকলে এই প্রকল্পের সহায়তা পাওয়া যাবে না।
* ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনো করেননি এমন বেকার যুবকরা কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের কার্ড না থাকলে পৃথক কাগজে আবেদন করে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।
* কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের কার্ড দেখিয়ে MYO (পুর যুব আধিকারিক) Br. YO ( বোরো যুব আধিকারিক )-র অফিস থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে হবে।
* পূরণ করা আবেদনপত্র ১ কপি প্রকল্পসহ ওখানেই জমা দিতে হবে। কোন অতিরিক্ত নথি ঐ সময়ে লাগবে না।
* রাজ্যের প্রতিটি পৌরসভার দপ্তরের সাথে এবং কলকাতা কর্পোরেশনের ৮টি বোরো অফিসের সাথে উল্লিখিত MYO/Br. YO-র অফিসগুলি রয়েছে।
* আবেদন মঞ্জুরের সময় সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের চাহিদামত অন্যান্য নথি ১ কপি করে জমা দিতে হবে।
* পারিবারিক মাসিক আয় ও বাসস্থান সম্পর্কিত শংসাপত্র বিধায়ক / পুরপ্রধান / গেজেটেড অফিসারের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
* যে কোন শিল্প বা ব্যবসার ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট পৌরসভা থেকে ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হবে।
* প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প দপ্তর এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ থেকে ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হবে।
* ঋণ মঞ্জুরের পর নিজেদের দেয় উল্লিখিত ১০% অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কে পৃথক অ্যাকাউন্ট খুলে জমা দিতে হবে।
* নির্ধারিত সময় অনুযায়ী কিস্তিভিত্তিক ব্যাঙ্ক ঋণ ( সুদসহ ) পরিশোধ করতে হবে। ঋণ পরিশোধ না করলে 'পাবলিক ডিমান্ড রিকভারী অ্যাকট্' অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
* আরও বিশদভাবে জানতে MYO/DYO-র সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

জেলা যুব আধিকারিক
মুর্শিদাবাদ

স্মারক সংখ্যা ১৫৭ (২) তথ্য/মুর্শিদাবাদ তাং ১/৩/২০০২

**জঙ্গিপুর সংবাদ**/সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্রের রেজিষ্ট্রেশন ( কেন্দ্রীয় ) আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী মালিকানা ও অন্যান্য বিষয়ের বিবরণ ঃ ৪নং ফরম। ১। যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয়—'জঙ্গিপুর সংবাদ' কার্য্যালয়, দাদাঠাকুর প্রেস এ্যান্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ ( পঃ বঃ )। ২। প্রকাশের সময় ব্যবধান—সাপ্তাহিক। ৩,৪,৫। মুদ্রাকর, প্রকাশক ও সম্পাদকের নাম অনুত্তম পন্ডিত, জাতি ভারতীয় নাগরিক, বাসস্থান চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ (পঃ বঃ)। ৬। এই সংবাদপত্রের সত্ত্বাধিকারী অথবা যে সকল অংশীদার মূলধনের এক শতাংশের অধিক অংশের অধিকারী তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা—অনুত্তম পন্ডিত, দাদাঠাকুর প্রেস এ্যান্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ ( পঃ বঃ )।

আমি অনুত্তম পন্ডিত, এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত বিবরণসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

স্বাঃ অনুত্তম পন্ডিত, প্রকাশক

রঘুনাথগঞ্জ, ১৭ই মার্চ ২০০২

## বনৌষধির কর্মশালা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মুর্শিদাবাদ অনুন্নত সম্প্রদায় সংঘের উদ্যোগে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের বহিঃ বিভাগে বনৌষধির ব্যবহার বিষয়ে গত ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারী দুদিনের এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। ভারত সরকারের পরিবেশমন্ত্রক ও স্কুল অব ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ-এর সহযোগিতায় ( শেষ পৃষ্ঠায় )

## গন্ধবণিক মহাসভার মহকুমা অধিবেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ৩ মার্চ রঘুনাথগঞ্জ রবীন্দ্রভবনে গন্ধবণিক মহাসভার জঙ্গিপুর মহকুমা শাখা সমিতির দ্বিবার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হ'ল। অধিবেশনে রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক সলিলকৃষ্ণ দে, সহ-সম্পাদক প্রশান্তকুমার দত্ত, সহ-সভাপতি রাইচাঁদ সাহা ও নিতাইসুন্দর দত্ত ছাড়াও জেলার বাইরের শাখা সমিতির প্রতিনিধি ও মহকুমা শাখা সমিতির সভাপতি বালক চন্দ্রসহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। রাজ্য সম্পাদক সলিল দে মহাসভার উন্নয়নমূলক কাজকর্মের প্রসঙ্গে বলেন, আমরা সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষের সহযোগিতা নিয়ে ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নবদ্বীপে গঙ্গার ধারে একটি মনোরম বৃদ্ধাবাস নির্মাণ করেছি। সেটা আগামী মে-জুন মাসেই উদ্বোধন হবে। এছাড়া বর্ধমানে স্বজাতিদের জন্য ৪০ শয্যার একটি ছাত্রাবাসে বিনা পয়সায় থাকার ব্যবস্থা করেছি। কলকাতায় সব সম্প্রদায়ের জন্য একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ও চালু করেছি। এছাড়া স্বজাতিদের মধ্যে রাজ্যের ৩৩টি শাখায় প্রায় ৩০০ বৃদ্ধাকে কল্যাণী ভাতা এবং ছাত্রবৃত্তি চালু রেখেছি। তবে মুর্শিদাবাদে জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ এবং জঙ্গিপুর ছাড়া স্বজাতিদের উদ্যোগের অভাবে আর কোন শাখা সমিতি গঠন করা সম্ভব হয় নাই। জঙ্গিপুর মহকুমার কথা বলতে গিয়ে সম্পাদক বলরাম দাস জানান, আমরা গত তিন বছরে মহকুমায় নিম্ন ও উচ্চ শিক্ষার্থে প্রায় ৫৭ জন স্বজাতিকে ৪৮ হাজার টাকা বৃত্তি, চারজন বিধবাকে কল্যাণী ভাতা ছাড়াও পুজোতে দুঃস্থদের প্রায় ১৫৫টি বস্ত্র দান করেছি। এবারের অধিবেশনে স্বজাতিদের মধ্যে উপস্থিতি ও উদ্দীপনার অভাব লক্ষ্য করা গেছে, যা গত অধিবেশনে ছিল না।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

( বিজয় বাঘিড়া, শেষের ঘর )

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং ঃ গনকর ৬২০২৯ (এসটিডি ০৩৪৮৩)


দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

### বনৌষধির কর্মশালা

( ৩য় পৃষ্ঠার পর )

আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রায় ৬০ জন অংশগ্রহণকারী ছিলেন। কর্মশালায় রোগ প্রতিরোধে গাছ-গাছালির ভেষজগুণ ও তার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেন স্থানীয় সরকারী ভেষজ চিকিৎসক চন্দন পাত্র, জঙ্গিপুর মহকুমার স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তাপস রায় ও অনেক বিশিষ্ট কবিরাজগণ। সমস্ত অনুষ্ঠান পরিচালনা ও সভাপতিত্ব করেন কাশীনাথ ভকত।

### হাসপাতালের বেহাল অবস্থা

( ১ম পৃষ্ঠার পর )

শ্রমিকদের অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে দিনের পর দিন শোষণ করে চলেছেন। স্থানীয় মানুষ ক্ষোভ প্রকাশ করলেও প্রশাসন বা স্থানীয় নেতারা এব্যাপারে নিশ্চুপ।

### শিক্ষক ও অভিভাবকরা

( ১ম পৃষ্ঠার পর )

করেছেন বলে জানা যায়। এব্যাপারে তিনি আর কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন প্রশ্ন করলে এস ডি ও বলেন, 'আপনারা এসে দেখুন, আমি মহকুমার সাগরদীঘি থেকে ফরাক্কা যেখানেই অভিযোগ পেয়েছি ছুটে গেছি। এছাড়া সেন্টার কমিটির মিটিং-এর সময় যে সব পরীক্ষা কেন্দ্র সম্বন্ধে আমার কাছে অভিযোগ ছিল, সে সব কেন্দ্রের প্রধান শিক্ষকদের এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিই। মহকুমার বহু স্কুলের মধ্যে রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের কালিতলা, রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের শ্রীকান্তবাটী, সাগরদীঘির বোখারা, সেখদীঘি, সুতী-২ ব্লকের ছাবঘাটী প্রভৃতি হাই স্কুলই সতর্কের তালিকায় ছিল। সতর্ক করা সত্বেও মহকুমা শাসক সেই সব কেন্দ্র ছাড়াও অন্যান্য কেন্দ্র ঘুরে পরীক্ষা ব্যবস্থা দেখে সন্তুষ্ট হন'নি বলে জানান। এছাড়া পরীক্ষা কেন্দ্রগুলির নকল বন্ধ করতে তিনি শহরের সমস্ত জেরক্স দোকানগুলিকে পরীক্ষাচলাকালীন বেলা ১২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। মোটামুটি পরীক্ষা শান্তিপূর্ণ থাকলেও শ্রীকান্তবাটী স্কুলের এক পরীক্ষার্থিনীর অভিভাবক গত ২৭ ফেব্রুয়ারী 'ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলের কিছু পরীক্ষার্থী তাদের আক্রমণ করার চেষ্টা করেছে'—বলে মহকুমা শাসকের কাছে অভিযোগ করেন। এব্যাপারে মহকুমা শাসক সি ডি লামা বলেন, 'আমি এব্যাপারে খোঁজ নিয়ে দেখেছি, ঐ ডাক্তার দম্পতির অভিযোগ ঠিক ছিল না।


সকলকে সাদরে আমন্ত্রণ জানাই—

মির্জাপুরের একমাত্র ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান

বাঘিড়া সরমা এণ্ড সন্স

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের প্রতিষ্ঠানে আসুন। এখানে উৎকৃষ্ট মানের মুর্শিদাবাদ প্রিন্ট শাড়ী, গরদ, কোরিয়াল, জাকার্ড, জামদানী, তসর, কাঁথাষ্টিচ সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। এ ছাড়া শান্তিপুর, ফুলিয়া নবদ্বীপের তাঁতের শাড়ী ও মাদ্রাজের লুঙ্গিও পাওয়া যায়।

গ্রাম মির্জাপুর, পোঃ গনকর, জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন ঃ এসটিডি ০৩৪৮৩/৬২০৬০

প্রোঃ উত্তম বাঘিড়া ও লক্ষ্মী বাঘিড়া